মোশী

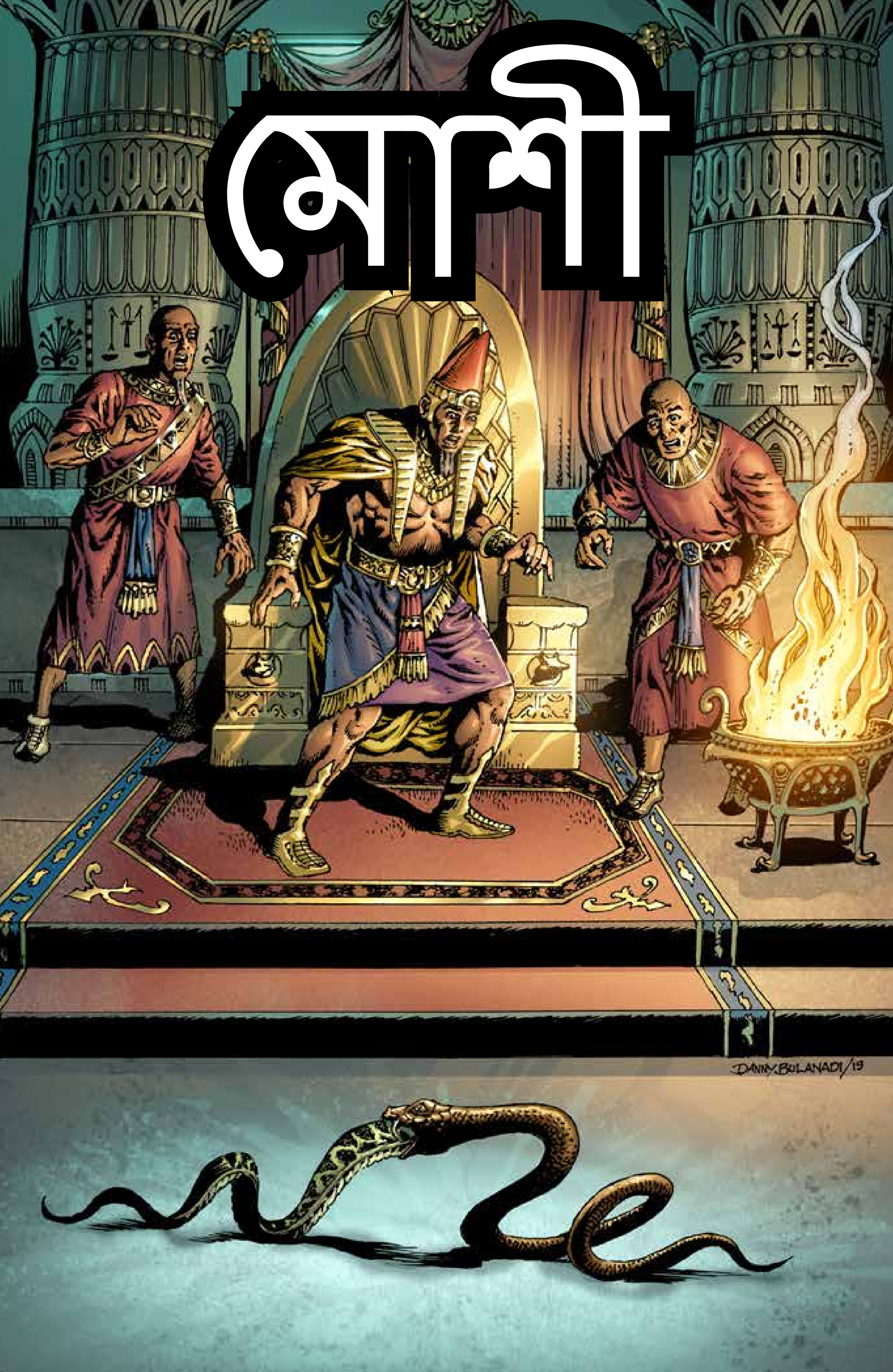

খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৫৫
এক দুর্ভিক্ষের সময়, অব্রাহামের নাতি যাকোব, তার এগারজন ছেলেদের এবং সব দাস-দাসীদের নিয়ে মিশরে বসবাস করার জন্য গেলেন।
যাকোবের নাম পরিবর্তন করে ইস্রায়েল রাখা হল। খুব দ্রুতই ইস্রায়েলের সন্তানেরা সংখ্যায় বেড়ে উঠল আর তাদের দিয়ে মিশর দেশটা ভরে গেল।
মিশরের রাজা, ফরৌণ, ইস্রায়েলের সন্তানদের ওপর জোর করে কঠিন পরিশ্রম চাপিয়ে দিল।
৩০০ বছর দাসত্বে থাকার পর ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের পূর্বপুরুষদের যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই প্রতিজ্ঞার কথা তারা ভুলে গেল।
এই ইব্রীয় কুকুর, ওঠ!
দয়া করুন- আমি আর এই কঠিন কাজ করতে পারছি না।
ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছিলেন যে তার লোকেরা অদ্ভূত এক দেশে দাস হিসেবে জীবনযাপন করবে-কিন্তু এর ৪০০ বছর পর তিনি সেই জাতির বিচার করবেন এবং সেই প্রতিজ্ঞাত দেশে তাঁর লোকদের ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন।
ইহুদিরা সংখ্যায় অনেক বেশি হয়ে উঠছিল আর ফরৌণ এই কারণে ভয় পেয়ে সদ্য জন্মানো সব ছেলে শিশুকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন।
না! আমার বাচ্চাকে নয়। তোমরা এটা করতে পার না।
আদিপুস্তক ৪৬:৫-৭; যাত্রাপুস্তক ১:১-১২, ২২

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৫২৫ অব্দ
কিন্তু মা, যদি এই শিশুটি সম্পর্কে কোন সৈন্য বা প্রতিবেশী আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করে তখন আমি কি বলব?
তুমি শুধু ওদেরকে সত্য কথাটাই বলবে। শিশুটির আপন মা ই তাকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল এতে করে সৈন্যরা আর কিছু বলবে না।
মা, এই বিষয়টি যে ছড়িয়ে পড়বে না তাতে কি তুমি নিশ্চিত?
এটি আলকাতরা দিয়ে লেপে দেওয়া আছে। এটা পানিতে ভাসবে।
ঈশ্বরই ওকে রক্ষা করবেন। তুমি এর কাছাকাছিই থাক আর দেখ কী হয়।
আমরা কি আমার ছোট্ট ভাইকে আর কখনও দেখতে পাব?
ফরৌণের মেয়ে নদীতে স্নান করতে আসলেন।
শোন! ঐ টুকরিটি থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে!
এটা নিশ্চয়ই ইব্রীয়দের কোন ছেলে শিশু।
ছেলেটি নিশ্চয়ই খুব ক্ষুধার্ত।
আমি যদি তার দেখাশুনার জন্য কাউকে পাই তাহলে আমি ওকে আমার কাছেই রাখব।
ওখানে ইব্রীয়দের একজন সন্তান আছে। সে হয়ত জানতে পারে যে, কে এই শিশুটিকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারবে।
যাত্রাপুস্তক ২:৩-৯

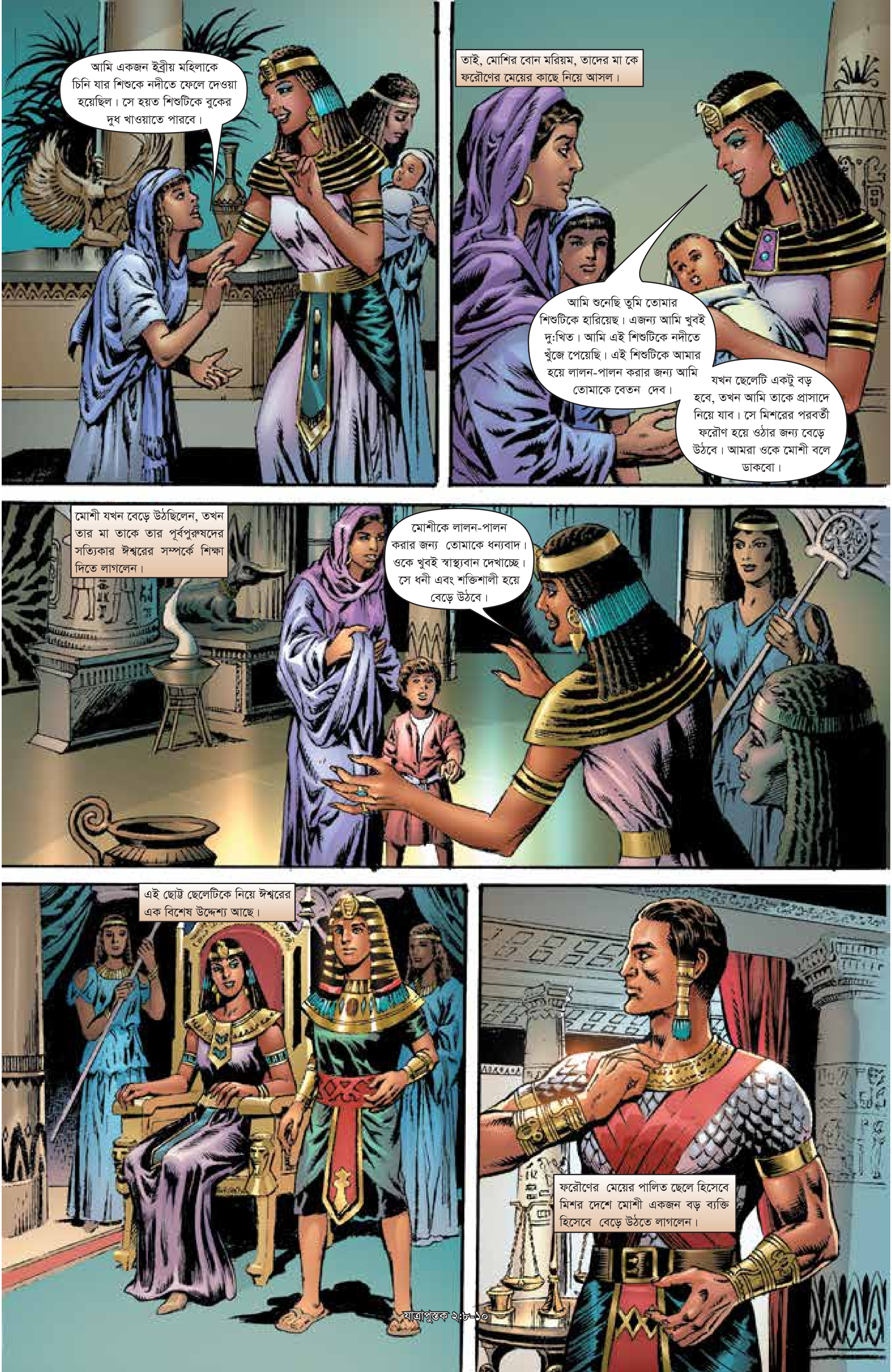
আমি একজন ইব্রীয় মহিলাকে চিনি যার শিশুকে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সে হয়ত শিশুটিকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারবে।
তাই, মোশির বোন মরিয়ম, তাদের মা কে ফরৌণের মেয়ের কাছে নিয়ে আসল।
আমি শুনেছি তুমি তোমার শিশুটিকে হারিয়েছ। এজন্য আমি খুবই দু:খিত। আমি এই শিশুটিকে নদীতে খুঁজে পেয়েছি। এই শিশুটিকে আমার হয়ে লালন-পালন করার জন্য আমি তোমাকে বেতন দেব।
যখন ছেলেটি একটু বড় হবে, তখন আমি তাকে প্রাসাদে নিয়ে যাব। সে মিশরের পরবর্তী ফরৌণ হয়ে ওঠার জন্য বেড়ে উঠবে। আমরা ওকে মোশী বলে ডাকবো।
মোশী যখন বেড়ে উঠছিলেন, তখন তার মা তাকে তার পূর্বপুরুষদের সত্যিকার ঈশ্বরের সম্পর্কে শিক্ষা দিতে লাগলেন।
মোশীকে লালন-পালন করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। ওকে খুবই স্বাস্থ্যবান দেখাচ্ছে। সে ধনী এবং শক্তিশালী হয়ে বেড়ে উঠবে।
এই ছোট্ট ছেলেটিকে নিয়ে ঈশ্বরের এক বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।
যাত্রাপুস্তক ২:৮-১০
ফরৌণের মেয়ের পালিত ছেলে হিসেবে মিশর দেশে মোশী একজন বড় ব্যক্তি হিসেবে বেড়ে উঠতে লাগলেন।

মোশী একজন মহান ব্যক্তি হবেন সেটা আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল, কিন্তু তিনি কখনই তার ঐতিহ্য ভোলেন নি।
মোশী, আমি তোমাকে বলছি, আমাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহাম, ইসহাক, এবং যাকোবের ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছিলেন যে, তার বংশধরেরা সংখ্যায় বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং তারা এমন এক দেশে গিয়ে বাস করবে যেটা তাদের নয়। আর দেখ, আমরা তেমন অবস্থাতেই আছি!
তিনি অব্রাহামকে এও বলেছিলেন যে আমরা সেই পরদেশে ৪০০ বছর অত্যাচার ভোগ করব।
আর সেই দেশের যে জাতি আমাদের উপর অত্যাচার করেছে তাদেরকে তিনি শাস্তি দেবেন এবং আমরা অনেক ধন-দৌলত নিয়ে সে দেশ থেকে বের হয়ে আসব এবং ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের যে দেশ দিয়েছিলেন সেই দেশে ফিরে যাব।
ফরৌণ কখনই তার সব দাসদেরকে যেতে দেবেন না, আর সুনিশ্চিতভাবেই তিনি কখনও তাদেরকে ধন-দৌলত নিয়ে যেতে দেবেন না।
ইব্রীয় সন্তানেরা তাদের মনীবদের শাসনের কারণে অনেক কষ্টভোগ করেছে। তাদেরকে গভীর গর্তে ইট তৈরীর কাজও করতে হতো। মোশী তাদের এই দুর্দশা আর না দেখতে পেরে তিনি এ বিষয়ে কিছু একটা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।
এই নোংরা শুয়োর, ওঠ!
সে তোদেরকে মেরে ফেলার আগেই উঠে পড়!
ইবের, উঠে পড়।
যাত্রাপুস্তক ২:১০-১১

যাত্রাপুস্তক ২:১১-১৫

যাত্রাপুস্তক ২:১৬-৩:১০

যাত্রাপুস্তক ৪:১-৪, ১২-১৬

খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪৫ অব্দ
তুমি মিশরে ফিরে যাচ্ছ! কিন্তু যারা তোমাকে মেওে ফেলার জন্য খোঁজ করছে তাদের কি হবে?
চল্লিশ বছর কেটে গেছে। আমার অতীত সম্পর্কে যারা জানত তাদের সবাই মারা গিয়েছে। আমাকে আর কেউ চিনতে পারবে না।

যাবার পথে রাত কাটাবার জায়গায় সদাপ্রভু মোশীকে মেরে ফেলবার উদ্দেশ্য নিয়ে তার মুখোমুখি হলেন।
তখন সিপ্পোরা একটা ধারালো পাথর দিয়ে তাঁর ছেলের পুরুষাংগের সামনের চামড়া কেটে নিলেন তারপর সেটা মোশির পায়ে ছোঁয়ালেন।

তুমি রক্তপাত করে পাওয়া আমার স্বামী।
সিপ্পোরা তার স্বামীর জীবন শঙ্কার বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন কারণ মোশী তার পূর্বপুরুষদের মত সুন্নত করায় নি।
ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে এই যে চিহ্ন দিয়েছেন সেটার গুরুত্ব মোশীর জীবনের ঝুঁকির দ্বারা বোঝা যায়।

ফরৌণ যখন মিশরে প্রত্যেক ছেলে শিশুকে মেরে ফেলার মারাত্মক হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল সেই সময়ে মোশীর জন্ম হয়েছিল। তার মা তাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনানুসারে ফরৌণের মেয়ে মোশীকে খুঁজে পায় এবং তাকে মিশরীয় হিসেবে লালন-পালন করেন।
ইস্রায়েলের সকল বৃদ্ধ নেতারা, কাছে আসুন।
আমাদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার বিষয়ে ফরৌণকে বোঝানোর জন্য তিনি অলৌকিক চিহ্ন দেখাবেন।
ওনারা কে?
ইনি হলেন লেবীয় হারোণ। অন্যজন আমাদের মতোই দেখতে, কিন্তু ইনি কোন দাস নন।
যাত্রাপুস্তক ৪:২৪-৩১

অব্রাহামের ঈশ্বর আমাকে একটি জ্বলন্ত ঝোপের মধ্য থেকে কথা বলেছেন এবং আপনাদেরকে আমাদের পূর্বপুরুষদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। এই হল তার চিহ্ন।
হায়! তার লাঠিটা বিষধর সাপ হয়ে গিয়েছে।
ভয় পেয়ো না।
এই দেখ।
ঈশ্বর একজন উদ্ধারকর্তা পাঠিয়েছেন।
হ্যাঁ, ফরৌণকে এটাই দেখাবো।
এ তো এক অলৌকিক ঘটনা!
এখন আমরা ফরৌণের কাছে যাব!
অব্রাহামের ঈশ্বর!
যাত্রাপুস্তক ৪:২৭-৩০

চল্লিশ বছর আগে আমি যেমনটা দেখে গিয়েছিলাম তার কিছুই পরিবর্তন হয় নি। আমি আপনাদের যা বলতে বলেছি সেটা মনে রাখবেন।
ইস্রায়েলের ঈশ্বর মোশীর সাথে কথা বলেছেন। ঈশ্বর বলেছেন যে আমরা যাতে মরু-এলাকায় তিন দিনের পথ গিয়ে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে পশু উৎসর্গ করতে পারি সেজন্য আমাদের যেতে দিন।
ইস্রায়েলের ঈশ্বর? হা! ইনি কোন্ ঈশ্বর যাকে আমি মান্য করে চলব? এ তো হাস্যকর। আমি আমার দাসদেরকে কোন মরুভূমিতে তিন দিনের কোন ছুটি দিচ্ছি না।
তোমরা আমার লোকদেরকে কাজ থেকে মন সরিয়ে দিচ্ছ, আর এখন তারা এমন এক ঈশ্বরের উপাসনার জন্য তিন দিনের ছুটি চাচ্ছে যাকে আমি চিনিও না। তাদের যাতে আরও বেশি কাজ করতে হয় সেই ব্যবস্থা আমি করছি।
ইট তৈরীর জন্য ওরা নিজেদের খড় নিজেরাই জোগাড় করবে।
যাত্রাপুস্তক ৫:১-৭

কেন আপনি আমাদের সাথে এমন ব্যবহার করছেন?
ইট তৈরী করার জন্য কেউ আমাদেরকে কোন খড় এনে দেয় না।
তোমরা অলস! এজন্যই তোমরা আমাকে তোমাদের যেতে দিতে এবং তোমাদের সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে পশু উৎসর্গ করবার জন্য বারবার বলছ।
যাও, গিয়ে কাজ কর! তোমাদেরকে কোন খড় দেওয়া হবে না, কিন্তু তোমরা আগে যে পরিমাণ ইট তৈরী করতে এখনও সেই পরিমাণ ইট তৈরী করবে।
আপনারা কি আমাদের কাজের চাপ বাড়িয়ে দেয়া ছাড়া কিছুই করতে পারলেন না? কোন উদ্ধার পাওয়া তো অনেক দূরের বিষয়। আর আপনারা মনে করছেন যে ঈশ্বর আপনাদেরকে পাঠিয়েছেন?
প্রভু, তোমার নামে ফরৌণের কাছে কথা বলবার পর থেকেই এই লোকদের উপর বিপদ নেমে এসেছে। কেনই বা তুমি আমাকে এখানে পাঠালে?
আমি তোমার পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর, সদাপ্রভু আর ইস্রায়েলের লোকদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে তা আমি দেখেছি এবং তাদের হাহাকার শুনেছি।
অব্রাহামের প্রতি আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার এবং এই লোকদেরকে কনান দেশে নিয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে। তুমি, মোশী, তাদেরকে সেই দেশে নিয়ে যাবে।
কিন্তু আমি তো ঠিকমত কথা বলতে পারি না। ফরৌণ আমার কথায় গুরুত্ব দেবে না।
হারোণ তোমার হয়ে কথা বলবে; তুমি আমার কাছ থেকে শুনবে এবং তাকে যা বলতে হবে সেটা তুমি বলে দেবে। প্রথমে, ফরৌণ তোমাদের কথা শুনতে চাইবে না, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মিশরীয়েরা আমাকে একমাত্র সত্য ঈশ্বর হিসেবে না জানছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে আরও বড় কিছু চিহ্ন দেখাব।
যাত্রাপুস্তক ৫:১০-৬:৮

তুমি এখানে আবার কি করছ?
সদাপ্রভু বলেন, ‘‘আমার লোকদেরকে যেতে দাও।’’
ঈশ্বর যে আমাকে বলেছন সেটা চিহ্ন হল এটা।
ওও... একটা সাপ!
হা-হা-হা, এটা কেবলই একটা যাদুর কৌশল। আমাদের যাদুকরদেরকে ডাক।

ফরৌণ তার গুণিনদের এবং যাদুকরদের ডেকে পাঠালেন আর সেই যাদুকরেরা তাদের যাদুমন্ত্রের জোরে সেই একই জিনিস করে দেখাল।
আমাদের সাপের ঈশ্বর, তোমাদেরকে আরও ইট তৈরী করতে বলছে। হা, হা, হা!
দেখ! ওর সাপটি আমাদের সাপগুলোর সাথে যুদ্ধ করছে!
ওর সাপটি আমাদের সাপগুলোকে খেয়ে ফেলছে!
এটা আমাদের সাপকে একেবারেই গিলে ফেলেছে!
সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বলেন, ''আমার লোকদের যেতে দাও।''
যাত্রাপুস্তক ৭:১১-১৩

ঈশ্বর আবারও মোশীকে দেখা দিলেন এবং তাকে কী করতে হবে সেটা বললেন। তার নিজের লোকেরাই তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে কারণ ফরৌণ তাদের দাসত্ব আরও কঠিন করে দিয়েছিল, যদিও মোশী কিছুই বুঝতে পারছিলেন না তবুও তিনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর বাধ্য ছিলেন।
যিহোবা বলেন,“ যেহেতু তুমি আমার লোকদেরকে যেতে দাও নি, আর এজন্যই তুমি জানবে যে আমিই সেই সত্য ঈশ্বর, মিশরের সমস্ত জল রক্তে পরিণত হবে।”
আমার যাদুকরদেরকে ডাক। নাইলের ঈশ্বরই এটা বন্ধ করবেন।
সদাপ্রভু বলেছিলেন যে ফরৌণ সেই সব আশ্চর্য চিহ্ন দেখার পরও তার মন শক্ত হয়ে থাকবে।
যাত্রাপুস্তক ৭:১৪-১৫

নদীর সব জল রক্ত হয়ে গেল, সব মাছ মারা গেল আর সেগুলো থেকে পচা দুর্গন্ধ বের হতে লাগল।
কিন্তু ঈশ্বরের এই আশ্চর্য চিহ্ন দেখার পরও... ফরৌণের মন শক্ত হয়েই থাকল।
যাত্রাপুস্তক ৭:১৪-১৯

আমি আমার জীবনে কখনই এরকম কিছু দেখি নি। এমনকি ঝর্ণা এবং ছোট ছোট পুকুরগুলোর জলও রক্তে পরিণত হয়েছে। সে তার ঈশ্বরের নাম কি যেন বলেছিল?
এতে কি কোন পার্থক্য আছে? আমাদের হাজার হাজার ঈশ্বর আছে। নাইল নদীর ঈশ্বর নিশ্চই রাগান্বিত হয়েছেন।
এই মোশী লোকটা বলে যে ওর ঈশ্বরই একমাত্র ঈশ্বর।
একজন ঈশ্বর? এ তো হাস্যকর।
আমার যাদুকরেরাও এটা করতে পারে। আমি তোমাদের যাদুর মাধ্যমে কখনই প্ররোচিত হবো না।
নদীর জল রক্ত হয়ে যাবার সাতদিন পর, মোশী আবারও মিশরের উপর ঈশ্বরের শাস্তি নিয়ে আসলেন।
সারা দেশের উপর নদীর জল থেকে উঠে আসা ব্যাঙের উৎপাত সৃষ্টি হোক।
সেই দুর্গন্ধযুক্ত রক্তময় জল থেকে লক্ষ লক্ষ ব্যাঙের সৃষ্টি হল।
যাত্রাপুস্তক ৭:২১-২৫, ৮:৬

আমার বাড়িটা ব্যাঙ দিয়ে ভরে গেছে।
সারা মিশর ব্যাঙ দিয়ে ভরে গেল। ঈশ্বরেরা নিশ্চই রাগান্বিত হয়ে গেছেন!
আমাদের পুরোহিতেরা কোথায়? তারা কি কিছু করতে পারেন না?
এইইইই!
কেন তারা আরও ব্যাঙের সৃষ্টি করছে? মোশী কি আমাদেরকে যথেষ্ট ভোগায় নি?
দেখেছ... ফরৌণের যাদুকরেরাও ব্যাঙ তৈরী করতে পারে।
তারা যেখানে যেতে চাচ্ছে সেখানে কেন আপনি তাদেরকে যেতে দিচ্ছেন না? আমরা আর সহ্য করতে পারছি না।
মোশীকে ডাক। তাকে বল যে আমি তার সাথে কথা বলতে চাই।
হ্যাঁ প্রভু, আপনি যেমন বলেন তাই হবে।
তোমরা সদাপ্রভুর কাছে মিনতি কর যেন তিনি আমার ও আমার লোকদের উপর থেকে এই ব্যাঙের উৎপাত সরিয়ে নেন। তখন আমি লোকদের যেতে দেব যাতে তারা গিয়ে সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে পশু উৎসর্গ করতে পারে।
ব্যাঙগুলোকে মারার জন্য আপনি যে সময় ঠিক করবেন সেটাই হবে।
তবে সেটা কালকেই হোক।
আপানার কথামত তাই হবে, এতে সবাই বুঝতে পারবে যে আমাদের যিহোবা ঈশ্বরের মত আর কেউ নেই।
যাত্রাপুস্তক ৮:৭-১০

যাত্রাপুস্তক ৮:১৩-১৯

যখন ফরৌণ আবারও তার মন শক্ত করল, তখন ঈশ্বর মোশীর কাছে কথা বললেন।
মশাগুলো চলে গেছে, কিন্তু আমি এই দাসদেরকে যেতে দিতে পারব না।
ঈশ্বর বললেন,''আমি সারা মিশরে ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা পাঠাব। কিন্তু এইবার আমি মিশরীয় এবং ইব্রীয়দের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করব।
আমার লোকেরা যেখানে বাস করে সেখানে কোন পোকা থাকবে না। যাকে সকলে জানতে পারে যে আমি সদাপ্রভু এই দেশে আছি।
বাবা, আমাদের পুরোহিতেরা কেন এই লোকটিকে থামাচ্ছে না? তাদের ক্ষমতা কোথায়?
আমি ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমি শুধু আমার নিজের চিন্তাই করি।
মোশী যেমনটি বলেছিল তেমনটিই হয়েছে; ইব্রীয়েরা যেখানে আছে সেখানে কোন পোকা নেই!
যাও মোশীকে খুঁজে আন।
তোমরা তাহলে যাও, আর তোমাদের ঈশ্বরের জন্য বলি উৎসর্গ কর, কিন্তু মিশর দেশের বাইরে যেয়ো না।
আমাদেরকে তো তিন দিনের যাত্রা যেতেই হবে।
আমি বলেছি তোমরা যেতে পার, কিন্তু বেশি দূরে যাবে না। এবার তোমরা তোমাদের ঈশ্বরের কাছে মিনতি কর আর তাঁকে এই পোকা দূর করতে বল।
কিন্তু এবারও ফরৌণ তাঁর মন শক্ত করলেনএবং লোকদের যেতে দিলেন না।
যাত্রাপুস্তক ৮:২০-৩২

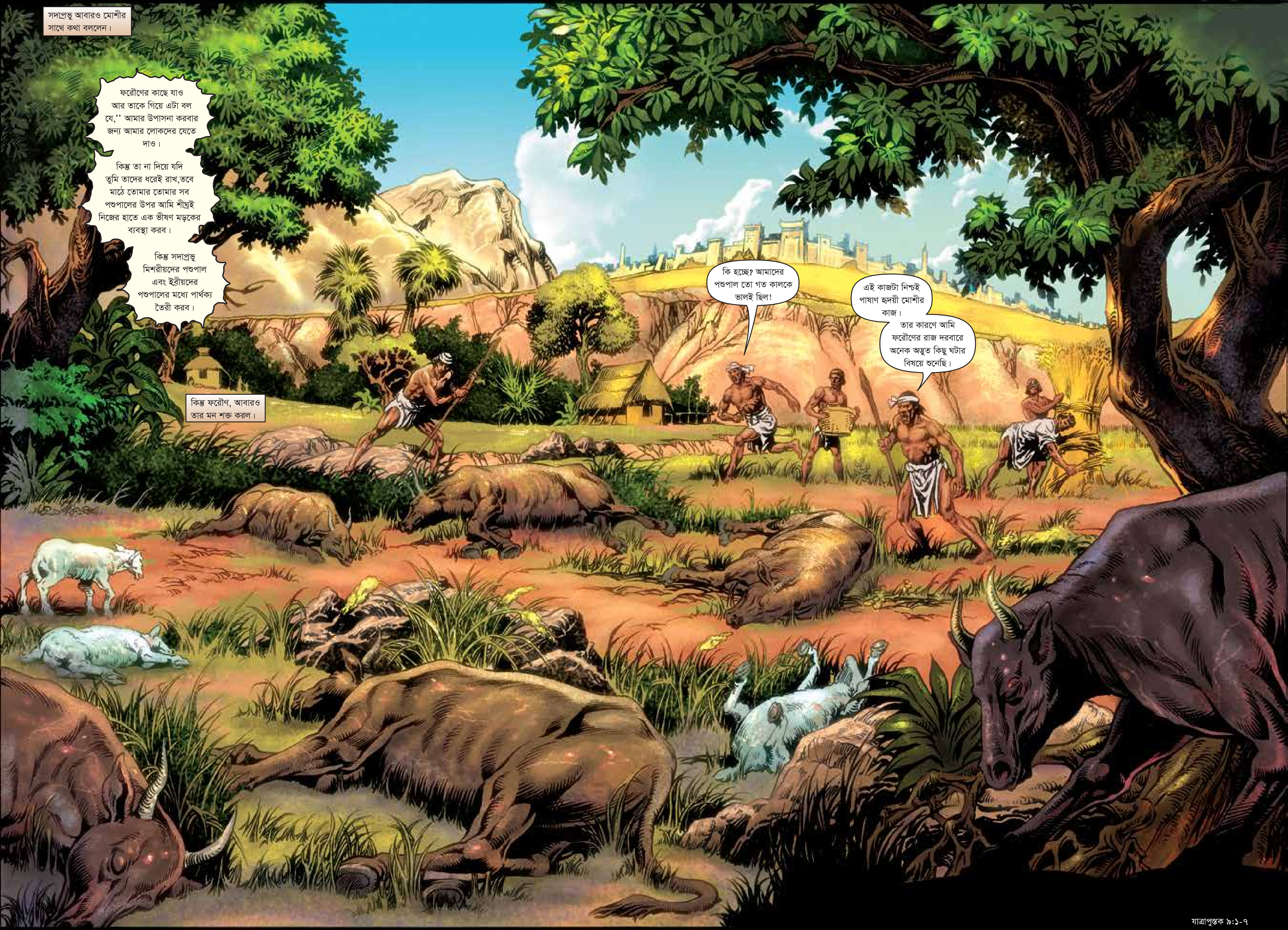

সদাপ্রভু আবারও মোশীর সাথে কথা বললেন।
ফরৌণের কাছে যাও আর তাকে গিয়ে এটা বল যে,“ আমার উপাসনা করবার জন্য আমার লোকদের যেতে দাও।
কিন্তু তা না দিয়ে যদি তুমি তাদের ধরেই রাখ,তবে মাঠে তোমার তোমার সব পশুপালের উপর আমি শীঘ্রই নিজের হাতে এক ভীষণ মড়কের ব্যবস্থা করব।
কিন্তু সদাপ্রভু মিশরীয়দের পশুপাল এবং ইব্রীয়দের পশুপালের মধ্যে পার্থক্য তৈরী করব।
কিন্তু ফরৌণ, আবারও তার মন শক্ত করল।
কি হচ্ছে? আমাদের পশুপাল তো গত কালকে ভালই ছিল!
এই কাজটা নিশ্চই পাষাণ হৃদয়ী মোশীর কাজ।
তার কারণে আমি ফরৌণের রাজ দরবারে অনেক অদ্ভুত কিছু ঘটার বিষয়ে শুনেছি।

আমাদের সকল পশুপাল মারা গেছে আর তোমাদের পশুপাল তো বেশ স্বাস্থ্যবান।
ইনি হলেন আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই ঈশ্বর যিনি আপনার নিষ্ঠুর দাসত্বের থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করবেন।
আমাদের পুরোহিতেরা আমাদের ঈশ্বরের কাছে বলি উৎসর্গ করছে। আমাদের পুণ্য ষাঁড় রাগান্বিত হবেন আর এই ভোগান্তি সমাধান করবেন।
চরম এই দুর্দশা আর শাস্তির মধ্যেও মোশী ইব্রীয়দের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা চালিয়ে গেলেন এবং তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে রইলেন।
ফরৌণকে বল যে অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমাদের সব পুণ্য ষাঁড়েরা মারা গিয়েছে। যখন লোকেরা জানতে পারবে যে আমাদের ঈশ্বরেরা ইব্রীয়দের ঈশ্বরের হাত থেকে নিজেরদেরকে রক্ষাই করতে পারে নি তখন তারা রেগে যাবে।
মিশরীয়দের ঈশ্বরেরা কোথায়? তাদের কি কোন ক্ষমতা নেই?
Exodus 9:1-7
যাত্রাপুস্তক ৯:১-৭
কিন্তু তখনও ফরৌণের মন শক্ত হয়ে রইল।

মোশী আর তার উপছায়ার ঈশ্বর লোকদের সাথে প্রতারণা করেছে।
এই পৃথিবীতে আমরাই সবচেয়ে ক্ষমতাবান জাতি।
আর আমি একজন ঈশ্বর- যিনি এই পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক!
কিছু গবাদি পশুর ক্ষয়-ক্ষতি পরে পুষিয়ে যাবে। পশুপাল নতুন করে তৈরী হবে।

সদাপ্রভু স্বর্গে তাঁর সিংহাসন স্থাপন করেছেন; পৃথিবীর সব কিছুর উপরেই তাঁর রাজত্ব।
আপনিই যে সর্বশক্তিমান এবং আপনার ইচ্ছানুসারে সবাইকেই যাতে আপনার প্রতি হাঁটু গাড়তে হয় আর সবাই যাতে আপনার মহান নামের গৌরব করে সেজন্য আপনি গোটা মিশরে আপনার প্রতাপ দেখানো অব্যাহত রাখুন।
আপনার ইচ্ছা পালনের জন্য আমারদেকে আর কি কি করতে হবে?
চুল্লী থেকে তোমরা কয়েক মুঠো কালি নাও...

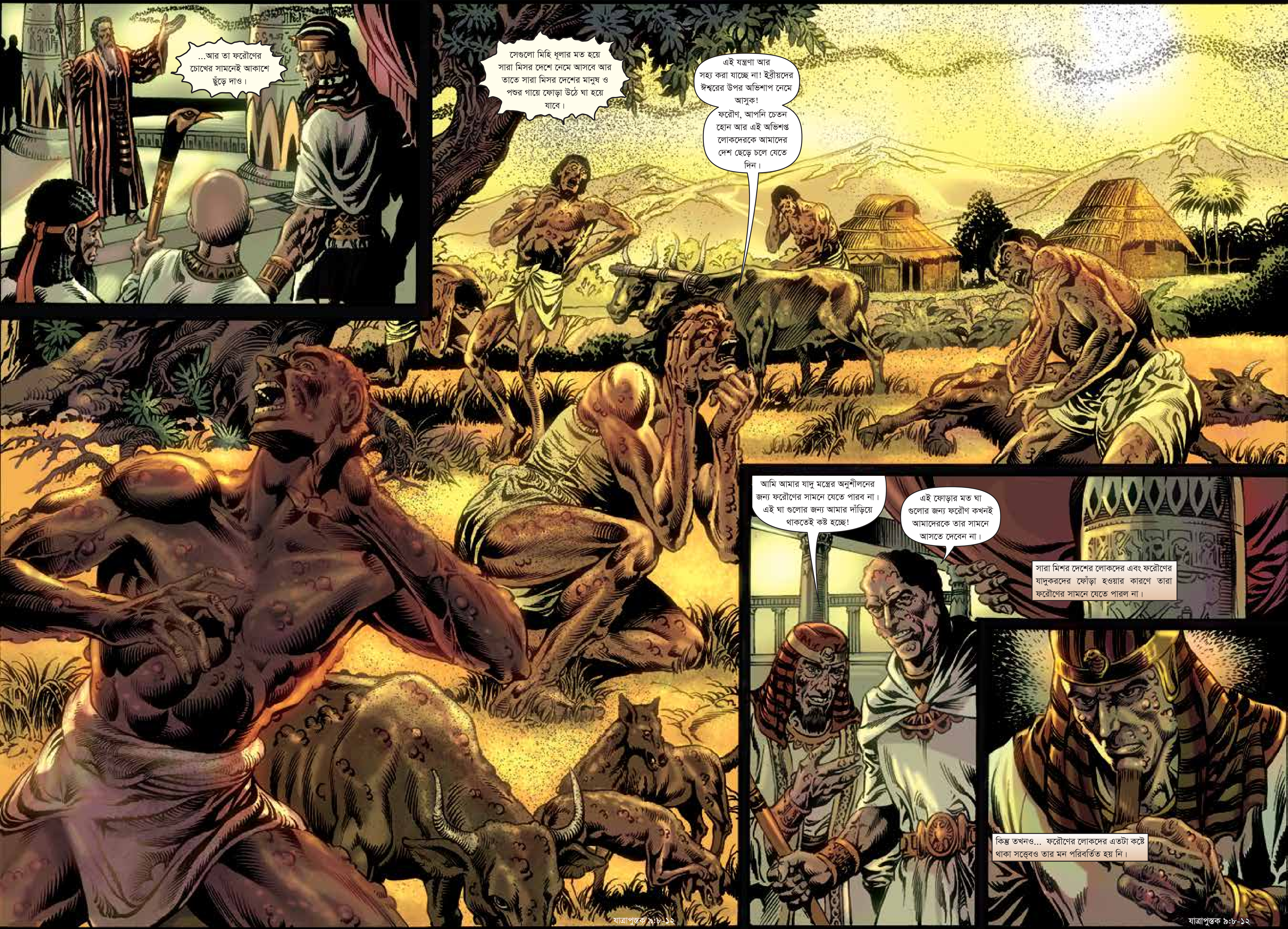
...আর তা ফরৌণের চোখের সামনেই আকাশে ছুঁড়ে দাও।
সেগুলো মিহি ধূলার মত হয়ে সারা মিসর দেশে নেমে আসবে আর তাতে সারা মিসর দেশের মানুষ ও পশুর গায়ে ফোড়া উঠে ঘা হয়ে যাবে।
এই যন্ত্রণা আর সহ্য করা যাচ্ছে না! ইব্রীয়দের ঈশ্বরের উপর অভিশাপ নেমে আসুক!
ফরৌণ, আপনি চেতন হোন আর এই অভিশপ্ত লোকদেরকে আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে দিন।
যাত্রাপুস্তক ৯:৮-১২
আমি আমার যাদু মন্ত্রের অনুশীলনের জন্য ফরৌণের সামনে যেতে পারব না। এই ঘা গুলোর জন্য আমার দাঁড়িয়ে থাকতেই কষ্ট হচ্ছে!
এই ফোড়ার মত ঘা গুলোর জন্য ফরৌণ কখনই আমাদেরকে তার সামনে আসতে দেবেন না।
সারা মিশর দেশের লোকদের এবং ফরৌণের যাদুকরদের ফোঁড়া হওয়ার কারণে তারা ফরৌণের সামনে যেতে পারল না।
কিন্তু তখনও... ফরৌণের লোকদের এতটা কষ্টে থাকা সত্ত্বেও তার মন পরিবর্তিত হয় নি।
যাত্রাপুস্তক ৯:৮-১২

তুমি খুব সকালে ঘুম থেকে উঠবে এবং ফরৌণের সামনে গিয়ে বলবে যে...
সদাপ্রভু আবারও বলছেন, ''আমার উপাসনা করবার জন্য আমার লোকদের যেতে দাও।
কারণ এর পর তোমার উপরে এবং তোমার কর্মচারী ও লোকদের উপরে আমি আমার সমস্ত আঘাতের ব্যবস্থা করব যাতে তোমরা বুঝতে পার যে সারা পৃথিবীতে আমার মত কেউ নেই।
সেইজন্য কালকে ঠিক এই সময়ে আমি এমন এক ভয়ংকর শিলাবৃষ্টি পাঠিয়ে দেব যা আজ পর্যন্ত আর কখনও হয় নি।
মাঠে তোমার যত পশু এবং মানুষ আছে লোক পাঠিয়ে তাদের আশ্রয়ের জায়গায় নিয়ে এস।
কোন লোক বা পশু ঘরে না এসে যদি মাঠে থেকে যায় তবে শিলের আঘাতে তারা মারা যাবে।
তোমরা বোকা- তোমরা কি মরুভূমির পাগল এই ভাববাদীর কথায় বিশ্বাস করছ?
কয়েকজন মিশরীয় সদাপ্রভুর এই কথায় ভয় পেল এবং তাদের দাস-দাসীদের এবং পশুপালকে আশ্রয়ের জায়গায় নিয়ে আসল।
যাত্রাপুস্তক ৯:১৩-২১

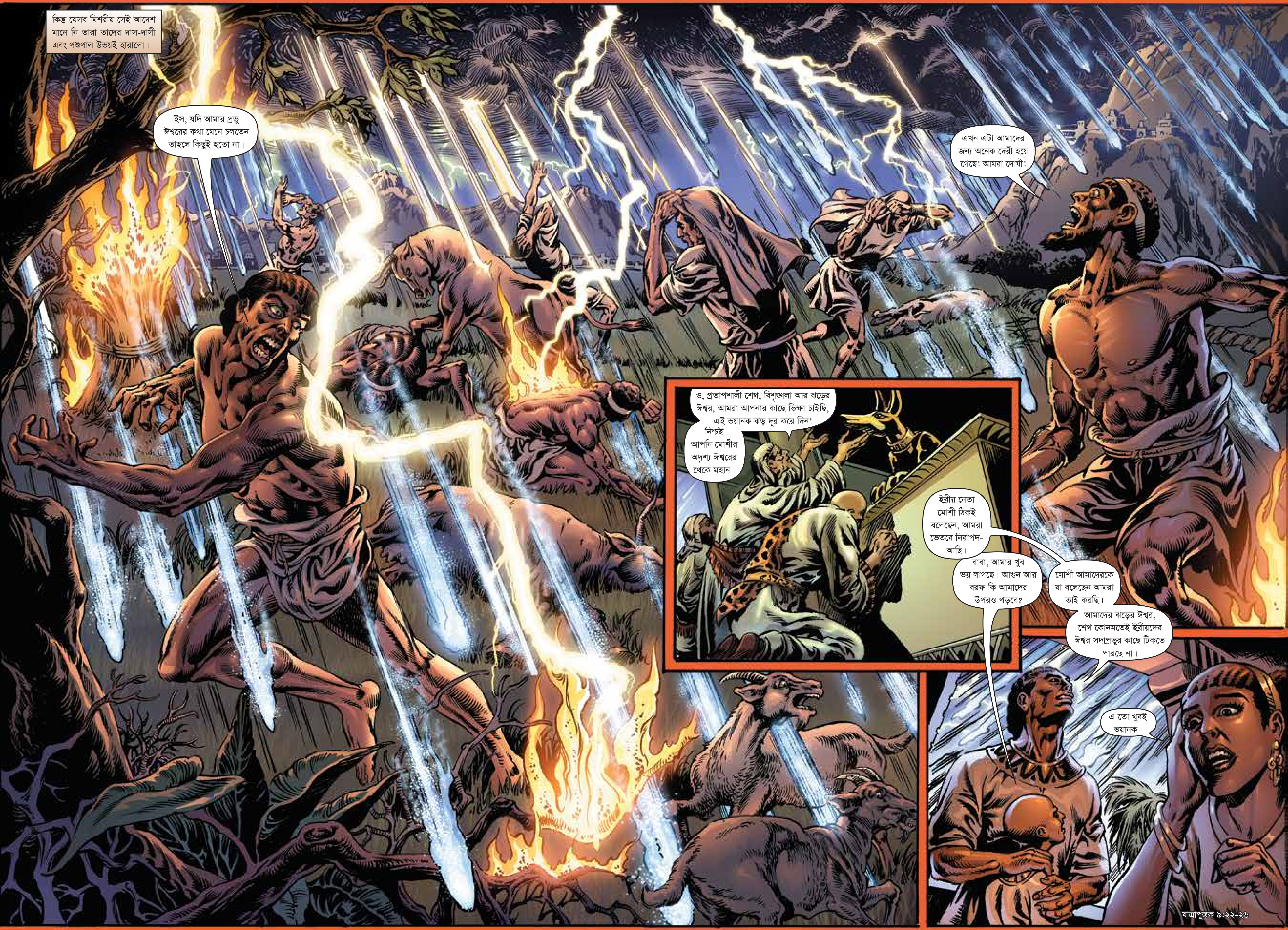
কিন্তু যেসব মিশরীয় সেই আদেশ মানে নি তারা তাদের দাস-দাসী এবং পশুপাল উভয়ই হারালো।
ইস, যদি আমার প্রভু ঈশ্বরের কথা মেনে চলতেন তাহলে কিছুই হতো না।
এখন এটা আমাদের জন্য অনেক দেরী হয়ে গেছে! আমরা দোষী!
ও, প্রতাপশালী শেথ, বিশৃঙ্খলা আর ঝড়ের ঈশ্বর, আমরা আপনার কাছে ভিক্ষা চাইছি, এই ভয়ানক ঝড় দূর করে দিন!
নিশ্চই আপনি মোশীর অদৃশ্য ঈশ্বরের থেকে মহান।
ইব্রীয় নেতা মোশী ঠিকই বলেছেন, আমরা ভেতরে নিরাপদ-আছি।
বাবা, আমার খুব ভয় লাগছে। আগুন আর বরফ কি আমাদের উপরও পড়বে?
মোশী আমাদেরকে যা বলেছেন আমরা তাই করছি।
আমাদের ঝড়ের ঈশ্বর, শেথ কোনমতেই ইব্রীয়দের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে টিকতে পারছে না।
এ তো খুবই ভয়ানক।
যাত্রাপুস্তক ৯:২২-২৬

যাত্রাপুস্তক ৯:২৭-১০:৭

যাত্রাপুস্তক ১০:১৩-১৫

ফরৌণ কেন মোশীর কথা শুনছেন না?
মোশী যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল তার ঈশ্বর সেটাই বাস্তবায়ন করেছেন।
মোশী যা যা বলেছে সেগুলোর সবই সত্যি হয়েছে।
আমরা ধ্বংস হতে যাচ্ছি।
গেব, উদ্ভিদ দেবতা, ইব্রীয়দের ঈশ্বর আমাদের ফসলের যে ক্ষয়ক্ষতি করেছে তা কি আপনি দেখছেন না?
ওসিরিস, আজ আপনি নিজের ক্ষমতার প্রকাশ করুন ।
ফরৌণ আবারও মোশীকে ডাকলেন আর লোকদেরকে যেতে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন, কিন্তু যখন সদাপ্রভু সেই পংগপাল সরিয়ে নিলেন তখন ফরৌণ আবারও তার মন শক্ত করলেন এবং ইস্রায়েলীয়দেরকে যেতে দিলেন না।
যাত্রাপুস্তক ১০:১৪-২০

তারপর সদাপ্রভু সারা মিশর দেশে গাঢ় অন্ধকার নামিয়ে আনলেন। এতে করে তিন দিন পর্যন্ত সারা মিশর দেশ অন্ধকারে ডুবে রইল, কিন্তু ইব্রীয়েরা যেখানে ছিল সেখানে আলোর অভাব হল না।
এতদিনে আমি তোমাকে মেরেই ফেলতাম, কিন্তু এতে করে এটা প্রমাণিত হবে যে তোমাদের ঈশ্বরের সামনে আমাদের ঈশ্বরেরা দুর্বল।
আমার সামনে থেকে দূর হও। আমি আর কখনও তোমার মুখ দেখতে চাই না কারণ তুমি এই দিনই মারা যাবে।
তুমি যেমনটি বলেছিলে। আমরা আর কখনও একে অন্যকে দেখতে পাব না।
যাত্রাপুস্তক ১০:২১-২৯

সদাপ্রভু বলেন যে মিশরে আর একটা আঘাত আসবে আর তখন ফরৌণ ইব্রীয়দের মিশর থেকে একেবারে তাড়িয়েই বিদায় করবে। সদাপ্রভু আজ মাঝরাতে মিশর দেশের মধ্য দিয়ে যাবেন।তাতে মিসর দেশের সব পরিবারের প্রথম ছেলে মারা যাবে। সদাপ্রভু এই রাতেই ওদেরকে পাপের শাস্তি দেবেন।
সমস্ত ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে প্রত্যেকটি পরিবারের কর্তা নিজের পরিবারের জন্য একটা করে ভেড়ার বাচ্চা বেছে নেবে।
তারা কিছু রক্ত নেবে এবং তারা যেখানে ভেড়ার বাচ্চা খাবে সেইখানে ঘরের দরজার দু' পাশে এবং উপরের অংশে সেই রক্ত লাগিয়ে রাখবে।
এখন তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীদের কাছে যাও এবং তাদের কাছ থেকে সোনা, রত্ন ও রূপার জিনিস চেয়ে নাও। সদাপ্রভু মিশরীয়দের মনে দয়ার ভাব জাগিয়ে দিলেন। তারা খোলামেলাভাবে এবং প্রচুর পরিমাণে তাদেরকে দেবে।
তোমরা তোমাদের জিনিসপত্র গোছাও আর কাল সকালে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। তোমরা আর এখানে ফিরে আসবে না।
মা, বাবা কেন আমাদের দরজায় রক্ত লাগাচ্ছে?
সদাপ্রভু বলেন,'' মিসরীয়দের আঘাত করবার সময় আমি যখন মিশর দেশের ভিতর দিয়ে যাবো তখন তোমাদের দরজার চৌকাঠে রক্ত দেখে আমি তোমাদের দরজা বাদ দিয়ে এগিয়ে যাবো।
যাত্রাপুস্তক ১১:১-১২:৭

বাবা, এই রাতটা কেন অন্য রাতগুলো থেকে আলাদা?
সদাপ্রভু আমাদেরকে মাংস আগুনে সেঁকে খেতে বলেছেন এবং সেই মাংসের সাথে তেতো শাক খেতে বলেছেন যেটি আমাদেরকে এই তিক্ততার দাসত্বের কথা মনে করিয়ে দেবে।
আর খামিহীন রুটি খেতে বলেছেন কারণ আমরা এই মিশর থেকে খুব তাড়াতাড়ি চলে যাব।
এই দিনগুলো আমাদের জন্য কেবলমাত্র শুরু। প্রত্যেক বছরের এই সময়ে আমাদেরকে এই উদ্ধার পর্বের ভোজ পালন করতে হবে কারণ এই দিনেই ঈশ্বর আমাদেরকে ফরৌণের হাত থেকে উদ্ধার করেছেন।
আজ রাতেই, ঈশ্বর এই দেশের মধ্য দিয়ে যাবেন এবং প্রত্যেকের প্রথম ছেলে-পুরুষ বাচ্চাকে মেরে ফেলবেন। কিন্তু যাদের ঘরের দরজায় তিনি রক্ত দেখবেন তাদের ঘর বাদ দিয়ে যাবেন।
যখন তিনি সেই রাতেই এই শহরের মধ্য দিয়ে গেলেন, তখন হাজারও পুরুষ মারা গেল। যারা মোশীর কথায় বিশ্বাস করে তাদের দরজায় রক্ত লাগিয়েছিল শুধু তারাই রেহাই পেল।
যাত্রাপুস্তক ১২:৮-৩০

যাত্রাপুস্তক ১২:২৯-৩১

ফরৌণ আবারও মোশীকে ডাকলেন।
কিন্তু ফরৌণ আর মোশীর মুখের দিকে তাকালেন না।
আমি পাপ করেছি। দয়া করে মিশর দেশ থেকে চলে যাও আর সব ইব্রীয়দেরকে তোমার সাথে নিয়ে যাও। তোমার ঈশ্বর যিহোবার ক্ষমতা আমার সহ্যের বাইরে। তুমি চলে যাবার আগে আমাকে আশীর্বাদ করে যেয়ো।

ঈশ্বর তাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তেমনিভাবেই, ৪০০ বছর পরে তারা তারা মিশর থেকে বের হতে পেরেছিল। মিশরীয়রা ইব্রীয়দেরকে সোনা, রত্ন আর খাবার সহ তারা তাদের সাথে যা যা নিতে চেয়েছিল সেগুলোর সবকিছুই দিয়ে দিয়েছিল। এটা ইব্রীয় শিশুদের জন্য দারুণ এক আনন্দের দিন ছিল; কারণ এটি নতুন একটি জাতির জন্য সর্বপ্রথম দিন ছিল।
৬,০০,০০০ লোকের সাথে মহিলা এবং শিশুরা সহ মিশর থেকে বের হয়ে সেই প্রতিজ্ঞাত দেশে যাবার জন্য রওনা হল।
সদাপ্রভু তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দিনের বেলায় মেঘের থামের মধ্যে আর রাতের বেলায় আলো দেবার জন্য আগুনের থামের মধ্যে উপস্থিত থেকে তাদের আগে আগে যেতেন।
যাত্রাপুস্তক ১২:২৪-৪২